যুগান্তর

তারিখ 20 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 5

বাড়তি ফি আদায়

সহস্রাধিক স্কুল ও মাদ্রাসাকে শোকজ করা হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের দায়ে এক হাজারের বেশি স্কুল ও মাদ্রাসাকে শোকজ করা হচ্ছে। এতে স্কুলের পরিচালনা কমিটি কেন ভেঙে দেয়া হবে না, সে বিষয়ে কারণ দর্শাতে বলা হবে। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রত্যেক শিক্ষা বোর্ডকে মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে বলা হবে।

বোর্ডগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা অনুযায়ী শোকজ নোটিশ পাঠাবে। ৩০ দিনের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে হবে।

জানতে চাইলে বিষয় দুটি নিশ্চিত করেছেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ। তিনি বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে আজই (বৃহস্পতিবার) সব বোর্ডকে নির্দেশনা দিয়েছি। তারা শোকজ করবে। যদি টাকা ফেরত না দেয় এবং জবাবও সন্তোষজনক না হয়, তাহলে আমরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি ভেঙে দেব।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'হাইকোর্ট থেকে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি অকার্যকরের নির্দেশনা আছে।

হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

হচ্ছে : শোকজ করা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তারপরও আমরা বাড়তি সতর্কতা হিসেবে শোকজ করছি, যাতে তারা সরকারের এ সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে মামলা করতে না পারে।'

জানা গেছে, সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রায় ২৭ শতাধিক স্কুল ও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি নেয়ার তথ্য উদ্ঘাটন করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ৮৮৭টি, যশোর বোর্ডে ১৫১টি, বরিশাল বোর্ডে ৯৩টি, দিনাজপুরে ১৯৪টি, চট্টগ্রামে ১৯, কুমিল্লায় ১৭৫, সিলেটে ৬০, রাজশাহীতে ৫৫০টি স্কুল আছে। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আছে ৩৮২টি মাদ্রাসা। এছাড়া ২ শতাধিক কারিগরি স্কুল আছে।

এছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠান ভর্তিকালে বাড়তি ফি নিয়েছে বলেও অভিযোগ আছে। এ দুই অপরাধে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৭ কর্মদিবসের মধ্যে বাড়তি নেয়া অর্থ ফেরত দিতে ৩ ফেব্রুয়ারি আলটিমেটাম দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ সময় মন্ত্রী হাইকোর্টের একটি নির্দেশনা উল্লেখ করে বলেন, আদালতের নির্দেশনা আছে। বাড়তি অর্থ ফেরত না দিলে কমিটি অকার্যকর করা হবে।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, উল্লিখিত ২৭শ' প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক হাজারের বেশি আছে, যারা শোকজ পাবে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দু'ধরনের স্কুল-মাদ্রাসা আছে। একটি হচ্ছে— কিছু স্কুল-মাদ্রাসা, বোর্ডকে জানিয়েছে, তারা ফরম পূরণে বেশি অর্থ নেয়নি। একই সঙ্গে তারা বাড়তি অর্থ ফেরত দেয়নি। আরেকটি হচ্ছে, কিছু প্রতিষ্ঠান বোর্ডের শোকজের জবাবই দেয়নি। এটা চরম ধৃষ্টতা বলে মনে করছে মন্ত্রণালয়।

ওদিকে ২০১৬ সালের ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি নেয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আরেকটি চিঠি বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ে এসেছে বলে সূত্র জানিয়েছে। ওই চিঠিতে কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ আছে। তবে সংখ্যাটি জানা যায়নি। এই তালিকাটিও একটি গোয়েন্দা সংস্থা তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা দেয়, যা পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।